সংবাদ

তারিখ 13 JAN 2017
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

গাংনীতে বিদ্যালয় ভবন ধস

নিম্নমানের সামগ্রীতে ভবন নির্মাণের সত্যতা তদন্ত

খালেক-মোলাক গ্রুপের কাজ ও বিল বন্ধের নির্দেশ

প্রতিনিধি, মেহেরপুর

গাংনী নবীনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন ধসের ঘটনায় ঢাকা থেকে আগত উচ্চ পর্যায়ের দুটি তদন্ত টিম মঙ্গলবার ও বুধবার সরেজমিনে পরিদর্শন ও তদন্ত করেছেন। ভবনের ভেঙে যাওয়া অংশের কংক্রিট ও অন্যান্য মালামালের অংশ সংগ্রহ করেন। প্রাথমিক তদন্তে নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে ভবনটি নির্মাণ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তদন্ত টিম। সেই সঙ্গে ঠিকাদার খালেক-মোলাক গ্রুপের কাজ স্থগিত ও বিল প্রদানের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। এদিকে ভবনটি ভেঙে পুনরায় নির্মাণ করতে হবে দাবি করেছেন এলাকাবাসী। গত শনিবার বিকেলে বিদ্যালয়ের নবনির্মিত ভবনের দ্বিতীয় তলার সিঁড়ির তৃতীয় ফ্লাইট ও ল্যান্ডিং ধসে পড়ে।

গাংনী উপজেলা এলজিইডি অফিস সূত্রে জানা গেছে, গাংনীতে পিইডিপি-৩ প্রকল্পের আওতায় তিনটি গ্রুপে ছয় কোটি টাকা ব্যায়ে ৬টি বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ পায় কুষ্টিয়ার তামান্না ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল। ওই কাজ কিনে নেন মেহেরপুর জেলা আওয়ায়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক ও বিএনপি নেতা মোনায়েম মোলাক গ্রুপ। বিদ্যালয়গুলো হচ্ছে- করমদি মাঠপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, তেঁতুলবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, গাঁড়াডোব পোড়াপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, গাঁড়াডোব হঠাৎপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, হোগলবাড়িয়া মধ্যপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও নবীনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। ভবনগুলো নির্মাণের প্রথম থেকেই নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার অভিযোগ উত্থাপিত হলেও ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কোন কর্ণপাত করেননি। বরং এলজিইডি কর্তৃপক্ষ বাধা দিলে রাজনৈতিক শক্তি ব্যবহার করেছেন। লাঞ্ছিত হবার ভয়ে অনেকেই মুখ খোলেননি। নীরবে চাকরি করছেন। আবার অনেকেই এই ঠিকাদারদের কারণে ইচ্ছামত বদলি নিয়ে চলে গেছেন। গত শনিবার বিকেলে নবীণপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নবনির্মিত ভবনের দ্বিতীয় তলার সিঁড়ির তৃতীয় ফ্লাইট ও ল্যান্ডিং ধ্বসে পড়ে। সিঁড়ি ঢালাইয়ের ১০ দিনের মাথায় সেটি ধসে পড়লে বেরিয়ে আসে নিম্নমানের কাজের বিবরণ।

সংবাদ পেয়ে গাংনী উপজেলা প্রকৌশলী মাহবুবুল হক ঘটনাস্থলে যান ও বিষয়টি এলজিইডি সদরকে অবহিত করেন। গঠিত হয় উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত টিম। টিমের সদস্যরা হচ্ছেন- এলজিইডি সদর দপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ডিজাইন) আলী নুর, পিইডিপি-৩ প্রকল্পের প্রকৌশলী জেএম আজাদ, সিনিয়র প্রকৌশলী (কিউসি) ইনামুল হক খান, যশোর অঞ্চলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী শফিউল আলম ও মেহেরপুর নির্বাহী প্রকৌশলী আজিমুদ্দীন সরকার। সোমবার বিকেলে এ তদন্ত টিম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। তদন্ত টিম স্থানীয়দের বক্তব্য শোনেন ও ভবনের বিভিন্ন অংশ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আলামত সংগ্রহ করেন। টিমের সদস্যরা ভবনে ব্যবহৃত সিমেন্ট রড, বালি ও কংক্রিট পরীক্ষা করেন। প্রাথমিক তদন্তে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের প্রমাণ পেয়েছেন বলেও মন্তব্য করেন তারা। বিশেষ করে সিমেন্ট কম ব্যবহার করা হয়েছে ও ব্যবহার করা হয়েছে নিম্নমানের বালি। মেহেরপুর নির্বাহী প্রকৌশলী আজিমুদ্দীন জানান, ভবনের নির্মাণ কাজে ২.০ এফ এম বালি ব্যবহার করার কথা থাকলে সেটি পাওয়া যাচ্ছে না। সিম-২ সিমেন্ট ব্যবহার করা হলেও পরিমাণ দেয়া হয়েছে কম। তাছাড়াও নির্মাণ কৌশল ভুলের কারণে ভবন ধসের ঘটনাটি ঘটেছে। ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারদের যে ৬টি বিদ্যালয় ভবনের কাজ চলছে তা বন্ধ করাসহ সব বিল ছাড় না দেয়ার জন্য এলজিইডি সদর দপ্তর, গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা প্রকৌশলী দপ্তরকে চিঠি দেয়া হয়েছে। দেয়া হয়েছে কারণ দর্শানোর নোটিশও।

গাংনী উপজেলা প্রকৌশলী মাহবুবুল হক জানান, ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে কোন কথা বললে তারা শোনেনা। নানা হয়রানি হতে হয়। অনেকেই এখানে চাকরি করতে চান না। ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। তদন্ত চলছে দেখা যাক কি হয়।

কাজ ক্রয়করা ঠিকাদার ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক জানান, শ্রমিকদের ভুলের কারণে এটি হয়েছে। সেই সঙ্গে তিনি তার বাসভবনে যাবার জন্য অনুরোধ করেন। ঠিকাদার মোলাক জানান, অনিয়ম হয়নি। যা হয়েছে সেটি সামান্য ব্যাপার। এনিয়ে মাথা না ঘামানোর জন্য বলেন।

তদন্ত টিমের প্রধান এলজিইডি সদর দপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ডিজাইন) আলী নুর জানান, ভবনটি দেখেই বোঝা যাচ্ছে এটি নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে। ভবনের নির্মাণ কাজ বন্ধ করার জন্য বলা হচ্ছে। ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রীর নমুনা সংগ্রহ করা হলো তা পরীক্ষা করে দেখে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তিনি জানান, বেইজ ঢালাই থেকে শুরু করে অনেক কিছুই নিম্নমানের। এক্ষেত্রে উপজেলা প্রকৌশলী ও উপ-সহকারী প্রকৌশলীও দায় এড়াতে পারেন না। এদিকে ঢাকা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শিক্ষা অফিসার (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) শাহীন মিয়া তদন্তে আসলে স্থানীয় লোকজন তদন্ত টিমের কাছে ঠিকাদার খালেক-মোলাক গ্রুপের ভবন নির্মাণকালে কি কি করেছেন তার বর্ণনা দেন। নবীণপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি জাবের আলী জানান, বেইজ ঢালাই থেকে শুরু করে সব কিছুতেই ব্যবহার করা হয়েছে নিম্নমানের সামগ্রী। বিষয়টি বলা হলে ঠিকাদার খালেক-মোলাক রাজনৈতিক শক্তি ব্যবহারের হুমকি দেন। তারপর থেকে আর ভয়ে কিছুই বলা হয়নি। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নুরুন্নাহার শেলী জানান, ঢালাইয়ের কাজে ইটের খোয়ার সঙ্গে ইটভাটার রাবিস ব্যবহার করা হয়েছে।

ঢাকা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শিক্ষা অফিসার (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) শাহীন মিয়া জানান, তদন্তে অনিয়মের বিষয়টি ধরা পড়েছে। অনেক কিছুরই নমুনা নেয়া হয়েছে। ভবন নির্মাণের প্রথম থেকে বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটিকে নেয়া হয়নি। নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের বিষয়টি অভিযোগ করা হলেও সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারগণ কোন কর্ণপাত না করেই সব কিছু করেছে। যার ফলে ভবন ধসের ঘটনাটি ঘটেছে। বিষয়টি মন্ত্রণালয়কে জানানো হবে বলেও তিনি জানান। এখানে উল্লেখ্য উধোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে প্রবাদ বাক্যটি সবার মুখে মুখে থাকলেও তার প্রমাণ মিলেছে গাংনীতে।

গাংনী (মেহেরপুর) : নবীণপুর নবনির্মিত ভবনের বিভিন্ন অংশ পরীক্ষা ও আলামত সংগ্রহ করছেন পরিদর্শক ও তদন্ত টিম -সংবাদ